প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নানাফল প্রসবকারী পূর্ব্বোক্ত এই সকল সাধনের একমাত্র হরিসেবার অভাবই কেন বৈফল্য ঘটিবে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—নিখিলমঙ্গল ফলের আত্মাই অবধি, অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা, কিম্বা পরিসীমা "অর্থতঃ"—যেহেতু পরমার্থবিচারে আত্মসাক্ষাৎকার তাৎপর্য্যেই অন্য সকল মাঙ্গলিক ফলের প্রিয়ত্ব। শ্লোকস্থ "অর্থতঃ" এই পদটির এইপ্রকার অর্থ ই বুঝিতে হইবে। তাহাতেও একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—সকল মঙ্গলফলের আত্মসাক্ষাৎকারেই তাৎকর্য্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীহরির কথা কিসে উঠিতে পারে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"সর্ব্বেষামপি" অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবের শ্রীহরিই আত্মদ অর্থাৎ অবিদ্যা নিরসনপূর্ব্বক নিজস্বরূপের প্রকাশক। যেহেতু তিনি ঐশ্বররূপেও বলি প্রভৃতিকে যেমন আত্মদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি সকল প্রাণীর সম্বন্ধেও তিনি আত্মদান করিয়া থাকেন। অথচ তিনি পরমানন্দ-স্বরূপ বলিয়া সকলেরই প্রিয়। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। এস্থলে সর্ব্বভূতে বলিতে দেহাভিমানী এবং শুদ্ধজীবেরও শ্রীহরিই আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! দেহ জীর্ণ হইলেও যখন বাঁচিবার আশা অতি বলবতী হইয়া থাকে, তাহাতেই বুঝিতে হইবে—সকল দেহাভিমানী জীবেরই নিজ নিজ আত্মা প্রিয়তম। সেই আত্মসুখের জন্যই দেহ অপত্য প্রভৃতি চরবস্তুর এবং গেহাদি-প্রভৃতি অচর বস্তুর এবং চরাচরাত্মক জগৎ ও যাহা কিছু আছে, সে সকলই আত্মসম্বন্ধে প্রিয়রূপে প্রতিভাত হয়। যেহেতু সুখস্বরূপ বলিয়াই তৎসম্বন্ধে দুঃখাত্মকজগৎ ও সুখাত্মকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই প্রকারে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে অতিরিক্ত বিশুদ্ধ আত্মার স্বাভাবিক প্রিয়ত্ব দেখাইয়া এইক্ষণ অভিপ্রেত বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন—'কৃষ্ণমিতি' যিনি সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া কৃষ্ণনামে অভিহিত, এই শ্রীযশোদানন্দন অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া জানিও। যেমন বহিশ্চররশ্মি পরমাণুবৃন্দের এবং সূর্য্যমণ্ডলগত রশ্মি পরমাণুসমূহের সূর্য্যমণ্ডলই পরমাশ্রয়, তেমনি অশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ জীবাত্মাসমূহের শ্রীকৃষ্ণই পরমস্বরূপ ও পরমাশ্রয়। যদি বল শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই পরমাত্মাই হইবেন, তবে প্রাকৃতলোক-দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কেন ? তাহারাই উত্তরে বলিতেছেন—"জগদ্ধিতায়" ইতি। অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব আত্মগণের পরমাশ্রয় ও পরমস্বরূপ হইয়াও পরমকল্যাণ গুণনিধি জন্য পরমকারুণিক। এইজন্য